টেলিফোন ঃ ৩৪-১৫৫২

রিপ্রোডাকশন সিন্ডিকেট

ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন

৭-১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

Registered No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

এবার পূজায়

বিভিন্ন মিলের ধুতি, শাড়ী, বোম্বে প্রিন্টেড টেরিকট, টেরিলিনের শাড়ী ও যাবতীয় টেরিকট, টেরিলিন ও সুতী সার্টিং ও কোটিং এর বিরাট আয়োজন।

এ ছাড়া অতি সুলভে বিনি, মফৎলাল গ্রুপ, গোয়ালিয়র সুটিং এবং টাটা মিলের যাবতীয় সুতী, টেরিকট ও টেরিলিনের টুকরা ছিটের শ্রেষ্ঠ সম্ভার।

মুন্দ্রা বস্ত্রালয়

জঙ্গিপুর পোষ্ট অফিসের পার্শ্বে

৫৭শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—১৩ই আশ্বিন বুধবার, ১৩৭৭ ইং 30th Sept. 1970 | ২০শ সংখ্যা

সকল ঘরের তরে...

দীপ্তি লণ্ঠন

ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ ৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

রান্নায় আনন্দ

এই কেরোসিন কুকারটির অভিনবত্ব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন-প্রীতি এনে দিয়েছে।

রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরাবার পরিশ্রম নেই, অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া না থাকায় ঘরে ঘরে ঝুলও জমবে না।

জটিলতাহীন এই কুকারটির সহজ ব্যবহার প্রণালী আপনাকে তৃপ্তি দেবে।

- ধুলা, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
- স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
- যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

খাস জনতা

কেরোসিন কুকার

PATENT NO.

সুলভ মূল্য ও নিপুণতায় আদর্শ।

দি ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ প্রাইভেট লিঃ

৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

তার চুরির চোর ধৃত

গত ২৩।৯।৭০ রাত্রি প্রায় সাড়ে নয়টার পর একটি লোককে রঘুনাথগঞ্জ ফুলতলার কয়েকজন যুবক অত্যন্ত বীরত্বের সঙ্গে ধরে ফেলেন। প্রচুর তার নিয়ে লোকটি রিক্সা করে পেট্রোল পাম্প থেকে মুক্তাপুর যাচ্ছিল। যুবকগণ চোরকে চোরাই মালসহ থানায় দেন। রিক্সা প্যাডলারকেও হাজতে রাখা হয় রাত্রিটুকু। এটা অবশ্য স্বীকার্য্য কিছু প্যাডলার এসব কীর্ত্তি করার জন্য ও দুষ্কৃতকারীদের ছোঁয়ার ভয়ে সমস্ত প্যাডলারই দোষী হয়। যুবসমাজের এ ধরণের সাহসিকতা প্রশংসনীয়।

স্টুডেন্টস ফেভারিট

স্কুল, কলেজ ও পাঠাগারের

মনের মত ভাল বই

সবচেয়ে সুবিধায় কিনুন।

STUDENTS' FAVOURITE

Phone—R.G.G. 44.

ডাকো যদি মৃতদেহের
করবারে সৎকার,
বাঁধা বুলি শুন্‌তে পাবে
অন্তঃপুরে তার।
—দাদাঠাকুর

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৩ই আশ্বিন বুধবার সন ১৩৭৭ সাল।

॥ লুসাকার শিক্ষা ॥

সম্প্রতি লুসাকায় গোষ্ঠী-নিরপেক্ষ দেশগুলির এক সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। আমাদের প্রধান মন্ত্রী ঐ সম্মেলনে যোগ দেন। ভাবা গিয়াছিল যে, ইহা একটি কাজের মত কাজ হইল। ভারত তাহার জোট-নিরপেক্ষতার নীতিতে সোচ্চার হইবে। এশিয়ার বুকে যে অশান্তি চলিতেছিল, তাহার নিবৃত্তির একটা পথ পাওয়া যাইবে। পূর্ব এশিয়ার মার্কিণ-ভিয়েৎনাম দ্বন্দ্ব ত মহাভারতের যুগে আরম্ভ হইয়াছে। এখনও তাহার ইতি ঘটে নাই। পশ্চিম এশিয়ায় মিশর ইজরায়েল লড়াই অনেক পরবর্তী-কালের হইলেও অশান্তি এখানে কিছু কম নয়। বস্তুতঃ আরব রাষ্ট্রগুলি ইহার প্রভাবে পড়িয়াছে। এশিয়ার উভয় রণাঙ্গনে জনজীবন দিনের দিন বিপর্যয়ের পথে চলিয়াছে। এই শত্রুতা—দীর্ঘদিন ধরিয়া চলিতেছে এবং শান্তির আশা সুদূর পরাহত হইয়া পড়িয়াছে।

রাজনীতিক মহলের ধারণা প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর বর্ত্তমান নীতি নাকি সোভিয়েট রাশিয়ার অনুকূলে, তাঁহার রাজনীতি তরণী রুশ অনুগ্রহ লাভের হাওয়ায় বাদাম তুলিয়া ছুটিতেছে। ঘূর্নি হাওয়া সেই বাদামকে কোন্ সময় যে বিপর্যস্ত করিবে চিন্তার কথা। কারণ প্রধান মন্ত্রীর পিতার আমলে যাহা দেখিয়াছি, তাহাতে আশ্বস্ত হওয়া কঠিন। সে সময় 'হিন্দী চীনী—ভাই ভাই' সারা দেশে একটা আলোড়ন আনিল। চোখ পিট পিট করিয়া যখন সেই উত্তেজনার আগুন পোহাইতে লাগিয়াছি, তখনই চীনী-ভাইয়েরা বেয়নেটের খোঁচায় আমাদের সহিত আলাপ জমাইল, আর সেই আলাপে অহিংস কম্যাণ্ডে কত জওয়ান পড়িয়া পড়িয়া মার খাইল, তাহার হিসাব তুষারাচ্ছন্ন মহামৌনী হিমালয় দিতে পারে। 'হিন্দী চীনী' গদ্গদচিত্ততা আর নাই। পাক-ভারত সম্পর্কে বর্তমানে রুশ ভূমিকার কথা সবাই জানিলেও রুশ-মর্জিকে ইন্দিরাজী মনে রাখেন। লুসাকা-সম্মেলনের কোন অংশীদার ইহা মানিয়া লইতে পারেন নি। ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট সুহার্তো কিছুতেই চাহেন না যে, এশিয়ার কোন রাষ্ট্র রাশিয়া বা আমেরিকার আজ্ঞাবাহী থাকুক। তিনি এশীয় জাতীয়তাবাদীতে বিশ্বাসী। একই সুর শুনা গিয়াছে আফগানিস্তান, বার্মা, সিংহল, জাপান, থাইল্যাণ্ড, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়ার কণ্ঠ হইতে। ইহারা এশীয় জাতীয়তাবাদের সমর্থক।

লুসাকা সম্মেলনের খসড়া প্রস্তাবে দক্ষিণ ভিয়েৎনাম বিপ্লবী সরকারকে স্বীকৃতি দানের ও পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধের জন্য ইজরায়েলকে নিন্দার অনুল্লেখ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় মার্কিণী ক্রিয়াকলাপে আমেরিকাকে মৃদু নিন্দা শ্রীমতী গান্ধীর আন্তরিক প্রীতির সঞ্চার করিতে পারে নাই। অথচ যে আরব রাষ্ট্রগুলি পাক ভারত দ্বন্দ্বে পাকিস্তানকে মদত দিতে চেষ্টিত ছিল, সেই আরব পক্ষকে আরব-ইজরায়েল সংঘর্ষে সমর্থন জানাইতে গিয়াছি কোন্ যুক্তিতে? লুসাকায় প্রধান মন্ত্রী নাসের প্রশস্তিতে গলিয়া গেলেন এবং ইজরায়েলের প্রতি চোখা চোখা বাণ প্রয়োগ করিলেন। আরবের উগ্র সাম্প্রদায়িকতাকে মানিয়া লওয়ার অর্থ পাক-ভারত সম্পর্কে আরবের মনোভাব ভারতের প্রতি অনুকূল করা? অতীতের পৃষ্ঠা হইতে আমাদের শিক্ষা হয় নাই—ইহা আশ্চর্য। নাকি ভারতের মুসলিম দল যেন ইন্দিরাজীর প্রতি তাঁহাদের সমর্থন অক্ষুণ্ণ রাখেন—ইহা সেই কৌশল? রঙীন চশমা যতক্ষণ চোখে থাকে ততক্ষণ বস্তুকে রঙীন দেখায়। বার বার পস্তাইয়াও বুঝিতে চাহি না কোন্ মোহে? ইহাও আর এক আশ্চর্য।

লুসাকায় বহু রাষ্ট্রের সামনে প্রধান মন্ত্রী যে মনোভাব দেখাইয়াছেন, তাহার দ্বারা ভারত সত্যই বর্তমানে গোষ্ঠী-নিরপেক্ষ কিনা, তাহাতে কিছু সংশয়ের সৃষ্টি হওয়া বিচিত্র নয়। আর এই একই কারণে ভারত আজ এশিয়ার সর্বত্র অসন্তোষ কুড়াইবে ইহা স্বাভাবিক। তাহার পরিণাম শুভ হইতে পারে না। কারণ ভবিষ্যতে ভারতের সহিত কেহ সরাসরি শত্রুতাচরণ করিলে এশিয়ার অন্যান্য রাষ্ট্রের মনোভাব ভারতদরদী নাও হইতে পারে। রাশিয়া বড় মানুষ। বড় লোকের মন পাওয়া শক্ত। আমাদের নিজস্ব নীতি যাহাই হোক—দৃঢ় হওয়া প্রয়োজন।

কে জানে?

দু'দশক আগের কথা বলছি। ম্যাকেঞ্জি পার্কের পুকুরে এবং ফৌজদারী ও আদালত কাছারির পুকুরের চারিপাশে মাছ-শিকারীদের ভীড় লেগে থাকত। আর তারই কল্যাণে প্রতি বৎসর মাছ-ধরার জন্যে টিকিট কেনা বাবত সরকারের কিছু জমা পড়ত। শহরের মধ্যে বড় বড় মাছ ছিপে লাগান নিয়ে রীতিমত একটা উত্তেজনাও বইতে দেখা গিয়েছে। কিন্তু দীর্ঘকাল ধরে এই তিনটি পুকুর অবহেলায় জরাগ্রস্ত হতে চলেছে। পানা-শেওলা ভর্ত্তি, মাছের চাষও নেই। টিকিট করে মাছ ধরার সে রেওয়াজ আর দেখছি না। মনে প্রশ্ন আসে—এরা কি এমনি অনাথ হয়ে রইবে? সরকারের মৎস্যবিভাগ মাছ চাষের উন্নয়ণের জন্যই। মহকুমা শহরের বুকে এই রকম বড় বড় তিনটি জলাশয় সম্পর্কে সরকারের কিছু করণীয় আছে বলে আমরা মনে করি। এই পুকুর তিনটিকে এমনভাবে নষ্ট হতে দেওয়া উচিত নয়। এগুলিতে ভালভাবে মাছ চাষ করলে সরকারের লাভ বই লোকসান হবে না। সখের মাছ-শিকারীদের রিক্রিয়েশন্—সে লাভটাই বা কি কম? কিন্তু কোন্ লাল ফিতার বাঁধন পুকুরগুলিকে মজিয়ে ফেলছে কে জানে?

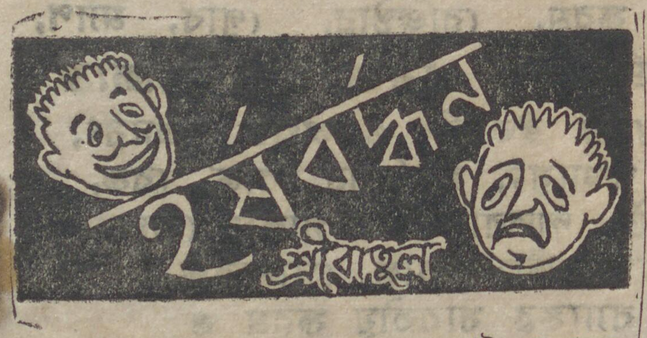

'পূজো ত এসে গেল! কেনাকাটা করছেন ত?'

করছি বৈকি! বায়না মেটাতে কুঁজো হয়ে গেলাম।

* * *

সংবাদে প্রকাশ, ভেলোরে এক রোগিনীর ৫ চোখে অস্ত্রোপচার করে বাছুরের করনিয়া বসান হয়েছে।

ঈশ্বর না করুন, তিনি এখন থেকে সবতেই গরুত্বের গুরুত্ব যদি দেন!

* * *

'এই শহরের একটা তামাসার কথা জানেন কি?'—প্রশ্ন।

নিশ্চয়ই জানি! শহরের খাটা পায়খানাগুলি নিয়মিত পরিষ্কার হচ্ছে কিনা জানার জন্যে একখানি এক্সারসাইজ খাতা নিয়ে জনৈকা পৌরসভার পক্ষ থেকে বাড়ী বাড়ী যান। অভিযোগ লিখে দিলেও তা নিষ্ফল হয়। কিছুদিন পর তিনি আবার হাজির হন।

* * *

রাজ্যের রাজস্ব পর্ষদের বিজ্ঞপ্তি—১০নং ফরমে প্রদেয় রিটার্ণ দাখিলের শেষ তারিখ ৩১।১২।৭০।

রিটার্ণ—প্রত্যাবর্তন। বার বার তারিখ পরিবর্তন সার্থক।

* * *

ইন্দিরা-চরণ সিং আলোচনা ব্যর্থ হল; মনে হচ্ছে, উত্তর প্রদেশ কোয়ালিশন ভাঙনের মুখে।

মানে, ইন্দিরা চরণে কলিশন!

* * *

'পাথরকুচির দাম কত জানেন?'

লক্ষ লক্ষ মার্কিনী ডলার আর রুশ রুব্‌ল্ কোটির ধাক্কায়। অ্যাপোলো—১১ আর লুনা—১৬ তা বলে দেবে।

* * *

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

রাজস্ব পর্ষদ

বিজ্ঞপ্তি

ভূমি-সংস্কার আইন অনুসারে ১০নং ফরমে প্রদেয় রিটার্ণ দাখিলের শেষ তারিখ ১৯৭০ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বর্ধিত হলো

প্রত্যেক রায়তকে ১৯৫৫ সালের ভূমি-সংস্কার (২য় সংশোধনী) আইন অনুসারে ভূমি-সংস্কার নিয়মাবলীর ১৫ (ক) ও ১৫ (খ) নিয়মে প্রকাশিত ১০নং ফরম অনুযায়ী রিটার্ণ দাখিল করার শেষ তারিখ নির্দিষ্ট ছিল ৩০ সেপ্টেম্বর, ১৯৭০। বর্তমানে সেই রিটার্ণ দাখিলের শেষ তারিখ ১৯৭০ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে।

১৯৭০ সালের ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে ১০নং ফরমে আপনার রিটার্ণ দাখিল করুন

প. ব. (তথ্য ও জনসংযোগ) ২৮৮৮ /৭০

মুর্শিদাবাদ জেলা তথ্য ৩২/৭০

প্রতিমার বৈশিষ্ট্য কি জানতে চাওয়ায় কাতু-খুড়ো বললেন—চোখা-চাউনীর দুর্গা আর ভেংচি কাটা অসুর।

ভেংচি কাটছে

'ছায়াবাণী'তে ছায়াছবি দেখেছেন, দেখছেন, দেখবেনও। পর্দাতে মন মশ্‌গুল; কাজেই অন্য-দিকে চোখ দেওয়ার সময় কই? আছে সময়। বিরতির ফাঁকে প্রেক্ষাগৃহের আশে পাশে একবার তাকান। দেখবেন, কিছু কিছু মুখ অগ্নিসংযুক্ত হয়ে ধোঁয়া ছাড়ছে। তার কুণ্ডলীও আপনি লক্ষ্য করতে পারবেন। পরক্ষণেই 'ধূমপান আইনতঃ দণ্ডনীয়'-স্লাইডখানি পর্দায় দেখা দিল আপনাকে ভেংচি কাটতে। এ ব্যাপারে সিনেমা কর্তৃপক্ষের কি

—পর পৃষ্ঠায় দেখুন

খোকার জন্মের পর..

আমার শরীর একেবারে ভেঙ্গে প'ড়ল। একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখলাম সারা বালিশ ভর্তি চুল। তাড়াতাড়ি ডাক্তার বাবুকে ডাকলাম। ডাক্তার বাবু আশ্বাস দিয়ে বল্লেন—"শারীরিক দুর্বলতার জন্য চুল ওঠে।" কিছুদিনের যত্নে যখন সেরে উঠলাম, দেখলাম চুল ওঠা বন্ধ হয়েছে। দিদিমা বল্লেন—"ঘাবড়াসনা, চুলের যত্ন নে,

দু'দিনেই দেখবি সুন্দর চুল গজিয়েছে।" রোজ দু'বার ক'রে চুল আঁচড়ানো আর নিয়মিত স্নানের আগে জবাকুসুম তেল মালিশ সুরু ক'রলাম। দু'দিনেই আমার চুলের সৌন্দর্য ফিরে এল'।

জবাকুসুম কেশ তৈল

সি. কে. সেন এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
জবাকুসুম হাউস • কলিকাতা-১২

KALPANA.J.K-84-B

ডাবর আমলা কেশ তৈল

কেশ সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে ও ঘন কৃষ্ণ কেশোদ্গমে সহায়তা করে।

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিঃ ও সাধনা ঔষধালয়ের প্রস্তুত

যাবতীয় কবিরাজী ঔষধ কোম্পানীর দামে আমাদের এখানে পাবেন।
এজেন্ট—শ্রীননীগোপাল সেন, কবিরাজ
অন্নপূর্ণা ফার্ম্মেসী। রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

প্রাথমিক, মধ্য, উচ্চ এবং বহুমুখী বিদ্যালয়ের যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ও অঞ্চল পঞ্চায়েৎ, গ্রাম পঞ্চায়েৎ, ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়, কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

সর্বদা সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে ডেলিভারী দেওয়া হয়

আর্ট ইউনিয়ন

সিটি সেলস অফিস	সেলস অফিস ও শোরুম
৮০/৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯	৮০।১৫, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
টেলি: 'আর্ট ইউনিয়ন' কলি:	ফোন: ৫৫-৪৩৬৬

তৃতীয় পৃষ্ঠার জের

কিছু করবার নেই? সুনাগরিকত্ব কেউ যদি ইচ্ছা করেই না মানে, সেটা মনে করিয়ে দেওয়ার নামও সুনাগরিকত্ব। আশা করি, 'ছায়াবাণী' কর্তৃপক্ষ এ সম্পর্কে অবহিত হবেন।

যুগবিপ্লবী পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের
১৫০তম জন্মবার্ষিকী স্মরণে

(সু—মো—দে)

বঙ্গভাষার জনক মহান্ পণ্ডিত ঈশ্বর
নূতন যুগের স্রষ্টা দ্রষ্টা উজ্জ্বল ভাস্বর।
আর্ত্ত দুঃস্থ কল্যাণ তরে
করিয়াছ সেবা আজীবন ধরে,
বিধবা-বিবাহ প্রচলন তরে করিলে আন্দোলন।
প্যারিস হ'তেও পায় তব দান দত্ত মধুসূদন॥

ধর্ম্ম না ছাড়ি স্ব-সমাজে থাকি দেখালে চমৎকার
হিন্দুসমাজ কুব্যবস্থার করিলে সংস্কার।
মর্য্যাদাপদ অকাতরে ছাড়ি
ভরা দামোদরে দিয়াছিলে পাড়ি,
সব চেয়ে বড় মাতৃ-আজ্ঞা এই ভেবেছিলে ঠিক।
শাসকের কাছে নত হও নাই ছিলে দেব নির্ভীক॥

মেদিনীপুরের বীরসিংহের বিদ্যাসাগর তুমি
তোমার কর্ম্মে গর্ব্বিত জাতি ধন্য বঙ্গভূমি।
কষ্টার্জ্জিত ধনরাশি যত
বিতরিলে হেসে দীনে অবিরত,
বহু বিবাহের বোঝালে কুফল জাতিরে বারম্বার।
পুরুষসিংহ তোমার চরণে প্রণতি নমস্কার॥